



109225 - যবে ব্যক্ৰ্তি হজ্জ কথ্বিবা উমরা পালনে ইচ্ছুক সবে মীকাতবে ককি ককিববে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যবে ব্যক্ৰ্তি হজ্জ কথ্বিবা উমরা পালনে ইচ্ছুক সবে মীকাতবে ককি ককিববে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

আলহামদুলল্লাহ।

মীকাতবে পটৌছার পর গোসল করা ও সুগন্ধি লাগানবে সুননত। যহেতে বরণতি আছে যবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামকালে সলৌইক্ৰ্ত (অর্থ্যাৎ অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গবে আদলে তরৌ-অনুবাদক) কাপড় থকে মুক্ৰ্ত হয়ছেনে এবং গোসল করছেনে। এবং যহেতে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিবে আয়শো (রাঃ) থকে সাব্যস্ৰ্ত হয়ছে যবে, তনি বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইহরামবে কারণে আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগয়িবে দতিম এবং তাঁর হালাল হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার আগবে সুগন্ধি লাগয়িবে দতিম।” আয়শো (রাঃ) যখন হায়যেগ্রস্ৰ্ত হয়ে ইহরাম করলে তখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গোসল করে হজ্জবে ইহরাম বাঁধার নরিদশে দলিনে। আসমা বনিতে উমাইস (রাঃ) যখন যুলহুলাইফাতে সন্তান প্রসব করলে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও গোসল করার এবং কাপড়বে পট্টি বঁধে ইহরাম করার নরিদশে দলিনে। এতে প্রমাণতি হয় যবে, কোন নারী যদি মীকাতবে পটৌছনে এবং তনি হায়যেগ্রস্ৰ্ত কথ্বিবা নফিসগ্রস্ৰ্ত থাকনে তনি গোসল করবনে এবং সবার সাথে ইহরাম করবনে। অন্য হাজী যা যা করে তনিও তা তা করবনে; শুধু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ছাড়া যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়শো (রাঃ) ও আসমা (রাঃ)কে সবে নরিদশে দয়িছেনে।

যবে ব্যক্ৰ্তি ইহরাম করতে ইচ্ছুক তার উচতি নজিবে গটৌফ, নখ, নাভরি নীচবে পশম, বগলবে পশম ইত্যাদরি যত্ম নয়ো। প্রয়োজন হলে এগুলো কটেবে নওয়া। যাতবে করে, ইহরাম করার পর ইহরাম অবস্থায় এগুলো কাটার প্রয়োজন না হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় এগুলোর যত্ন নয়ের নরিদশে দয়িছেনে। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিবে আবু হুরায়রা (রাঃ) থকে সাব্যস্ৰ্ত হয়ছে যবে, তনি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “স্বভাবগত বিষয় পাঁচটি: খতনা করা, নাভরি নীচবে পশম কাটা, গটৌফ কাটা, নখ কাটা ও বগলবে পশম উফড়ে ফলো।” সহহি মুসলমিবে আনাস (রাঃ) থকে বরণতি যবে, তনি বলনে: “আমাদবে জন্য গটৌফ ছাটা, নখ কাটা, বগলবে পশম উপড়ে ফলো ও নাভরি নীচবে পশম সবে করার সময় নরিধারণ করে দয়ো হয়ছে: আমরা যনে চল্লশি দিনবে বেশে সময় দরে নি করি।” এ হাদিসটি ইমাম নাসাই এ ভাষায় সংকলন করছেনে যবে,, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদবে জন্য সময় নরিধারণ করে



দিয়েছেন”। ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তরিমযিহাদসিটি ইমাম নাসাঈর ভাষায় সংকলন করছেন। আর পক্ষান্তরে, ইহরামকালে মাথার কোন চুল কর্তন করা শরয়িতসম্মত নয়; পুরুষদের জন্মও নয়, নারীদের জন্মও নয়।

দাঁড়ি সতে করা কথিবা দাঁড়ি কছি অংশ কাটা সবসময় হারাম। বরং দাঁড়ি ছড়ে দতি হব। যহেতে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি ইবনে উমর (রাঃ) থকে বরণতি হয়ছে য়ে, তনি বলনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা মুশরকিদরে বপিরীত কর। দাঁড়ি ছড়ে দাও এবং গওঁফ ছাটাই কর”। ইমাম মুসলমি তাঁর ‘সহহি’ গ্রন্থতে আবু হুরায়রা (রাঃ) থকে বরণনা করনে তনি বলনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা গওঁফ ছাটাই কর, দাঁড়ি ছড়ে দাও এবং অগ্নিপূজারীদরে বপিরীত কর।”

এ যামানায় অনকে লকেরে মধ্যে এ সুননতরে খলিফ করার, দাঁড়ি বরিদখে যুদ্ধ করার, কাফরে ও নারীদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার মহা মুসবিত বদিয়মান। বশিষেতঃ যারা ইলম অর্জন ও বতিরণরে সাথে সম্পৃক্ত তাদরে মধ্যেও। ইননা ললিলাহি ওয়া ইননা ইলাহি রাজউন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তনি যনে, আমাদরেকে ও সর্বস্বতরে মুসলমানকে সুননাহ অনুসরণ করার ও আকঁড়ে ধরার এবং সুননাহর দকি দাওয়াত দেয়ার হদোয়তে নসীব করনে। যদিও অনকে মানুষ সুননাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নমো’লা ওয়াকলি। লা হাওলা ওয়ালা কুয়ুযাতা ইল্লা বলিলাহলি আলয়িয়লি আয়মি (আল্লাহই আমাদরে জন্ম যথেষ্ট। তনি কতই না উত্তম অভিবক। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থকে দূরে থাকার) কোনে উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনে শক্তি কারে নই)।

এরপর পুরুষ হলে একটা লুঙগা ও চাদর পরধান করবে। মুস্তাহাব হচ্ছ- এ দুইটা চাদর সাদা ও পরসিকার হওয়া। মুস্তাহাব হচ্ছ- দুইটা স্যান্ডলে পায়ে দিয়ে ইহরাম করা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তোমাদরে কটে যনে একটা লুঙগা, একটা চাদর ও এক জোড়া স্যান্ডলে পায়ে দিয়ে ইহরাম করে।”[মুসনাদে আহমাদ]

আর মহলা হলে য়ে কাপড় ইচ্ছা সয়ে কাপড় পরে ইহরাম করতে পারনে; কালো কাপড় হক, সবুজ কাপড় হক কথিবা অন্য কোনে রঙরে কাপড় হক। তবে, পুরুষরে পোশাকরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ থকে সাবধান থাকতে হবে। ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্ম নকিব ও হাত-মোজা পরা নাজায়যে। তবে তনি অন্য কছি দিয়ে মুখ ও হাতরে কব্জদ্বয় ঢকে রাখবনে। কেনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামকারী নারীকে নকিব ও দুইহাতে মোজা পরতে নষিধে করছেন। কোনে কোনে সাধারণ মুসলমান য়ে মনে করে থাকনে, নারীদরেকে সবুজ কথিবা কালো রঙরে পোশাকে ইহরাম করতে হবে— এর কোনে ভিত্তি নই।

এরপর গোসল, পরচ্ছন্নতা ও ইহরামরে কাপড় পরধান শেষে মনে মনে হজ্জ কথিবা উমরা য়েটা পালন করতে ইচ্ছুক সটোর নয়িত করবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “সকল আমল নয়িযত অনুযায়ী মূল্যায়তি হয়। আর প্রত্যকে ব্যক্তি যা নয়িত করে সটোই পায়।”

তনি যা নয়িত করছেন সটো উচ্চারণ করা শরয়িতসম্মত। যদি তনি উমরা করার নয়িত করনে তাহলে বলবনে: ‘লাব্বাইকা



উমরাতান' কথিবা 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান'। আর যদি তিনি হজ্জ করার নিয়ত করনে তাহলে বলবনে: 'লাব্বাইকা হাজ্জান' কথিবা 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান'। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সটো করছেন। যদি হজ্জ ও উমরা উভয়টার নিয়ত করতে চান তাহলে উভয়টাকে একত্রতি করে তালবিয়া বলবনে: 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান ও হাজ্জান'। এক্ষত্রে উত্তম হচ্ছ- গাড়ী কথিবা পশুর পঠি আরোহণ করার পর নিয়ত উচ্চারণ করা। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণের পর তালবিয়া পড়ছেন, আর সওয়ারী তাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করছেন। আলমেগণের মতামতের মধ্যযে এটি সবচয়ে শুদ্ধ। ইহরাম ছাড়া অন্য কোন আমলের ক্ষত্রে নিয়ত উচ্চারণ করা শরিয়তসদিধ নয়; কনেনা ইহরামের নিয়ত উচ্চারণ করাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণতি হয়েছে।

পক্ষান্তরে, নামায ও তাওয়াফ ইত্যাদি আমলের কোনটির ক্ষত্রে নিয়ত উচ্চারণ করা অনুচতি। তাই কটে এভাবে বলবে না যে, نَوَيْتُ أَنْ أَطُوفَ كَذَا (আমি অমুক অমুক নামাযের নিয়ত করছি)। এ রকমও বলবে না যে, نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ كَذَا وَكَذَا (আমি অমুক তাওয়াফ করার নিয়ত করছি)। বরং এ ধরণের উচ্চারণ করাটা নব্য বদিত। আর এটি স্বজেরে বলা আরও বেশি নিন্দনীয় ও কঠনি গুনাহ। যদি নিয়ত উচ্চারণ করাটা শরিয়তসদিধ হত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সটো বর্ণনা করতেন এবং তাঁর কথা কথিবা কাজের মাধ্যমে উম্মতের জন্য বিষয়টি সুস্পষ্ট করে যেতেন এবং সলফে সালহীনগণ তা পালনে অগ্রণী থাকতেন।

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়নি, সাহাবায়েরে রোম থেকেও এমন কিছু বর্ণতি হয়নি- এতে করে জানা গলে যে, এটি বদিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “সবচয়ে মন্দ বিষয় হচ্ছ নব্য বিষয়গুলো। আর প্রত্যকেটি বদিত হচ্ছ ভ্রষ্টতা”। [সহি মুসলমি] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন কিছু চালু করে যা এতে নই সটো প্রত্যাখ্যাত”। [সহি বুখারী ও সহি মুসলমি] সহি মুসলমিরে বর্ণনায় আছে “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার ব্যাপারে আমাদের অনুমোদন নই সটো প্রত্যাখ্যাত।” [সমাপ্ত]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায